



নারী সমাজের উন্নয়নে কমিশন গঠনের দাবী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গবেষণা ও পাঠকচক্র 'উইমেন ফর উইমেন' নারী সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে জাতীয় কমিশন গঠনের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে।

গতকাল রোববার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ দাবী জানিয়ে দেশের ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বিগত ৩ চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ মূল্যায়ন করে সংগঠনের একটি গবেষণা নিবন্ধ এ সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরে বলা হয়, সমাজ ও জাতির উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে জাতির অর্ধাংশকে পচাত্তর রেখে সম্ভব নয়। এজন্য জাতীয় নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে প্রয়োজন সচেতনতা সৃষ্টিসহ পদক্ষেপগ্রহণ। ৭-এর পাতায় দেখুন

নারী সমাজের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এতে জাতীয় উন্নয়নে নারীর উন্নয়নের জন্য 'ম্যাক্সো গ্র্যান' গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করে বলা হয়- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তা হয়নি। শতকরা ৩২ জন শিক্ষিত পুরুষের জায়গায় নারীদের শিক্ষিতের হার শতকরা ১৬ ভাগ। শতকরা ৬২ ভাগ বালিকাই প্রাইমারী স্কুলের লেখাপড়া শেষ করতে পারে না। চাকরি ক্ষেত্রেও নারীদের নীতি-নির্ধারণী ভূমিকা রাখার মত সংখ্যা নেই।

নিবন্ধে জরিপ তথ্য দিয়ে বলা হয়, শতকরা ৪২.৬ ভাগ নারী কৃষিক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজ করে, শতকরা ৪৪.৭ ভাগ নারী পুরোপুরি লেবার ফোর্স হিসেবে কাজ করে।

বর্তমান অবস্থায় জাতীয় কমিশন গঠন প্রয়োজন, যে কমিশন নারীদের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে ডঃ নাজমা চৌধুরী, জাহানারা হক, রওশন জাহান, ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, খালেদা সালাউদ্দিন, সালমা খান, মেহেরুন্নেসা ইসলাম ও হামিদা আক্তার প্রশ্নের উত্তর দেন ও বক্তব্য রাখেন।

প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়- দারিদ্র্যই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা। নিরক্ষরতা ও কর্মসূচি এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এ জন্য নারীকে শিক্ষায় এগিয়ে নিতে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা দরকার। নারীদের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী হিসেবে না রেখে মূল স্রোতধারায় আনার পরিকল্পনা ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাখতে হবে।

এদিকে উইমেন ফর উইমেনের সভানেত্রী ডঃ নাজমা চৌধুরী নেত্রীত্বে একটি প্রতিনিধি দল গতকাল পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে বন্দাকারের সাথে সাক্ষাৎ করে সংগঠনের প্রস্তাবনা নিবন্ধটি হস্তান্তর করেন।